PRINT

সমকাল

গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা

চিকিৎসকদের কর্মস্থলে থাকতেই হবে

১৩ ঘণ্টা আগে

বাংলাদেশে গড় আয়ু বাড়ছে, শিশু ও প্রসূতি মৃত্যু কমছে। শহরের সীমা ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত গ্রামেও মিলছে স্বাস্থ্যসেবা। বলা যায়, হাতের কাছেই সরকারি বা বেসরকারি চিকিৎসা সুবিধা কমবেশি মেলে, যে কারণে 'ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগীর মৃত্যু হইল'- এমন প্রবাদ এখন অতীতের বিষয়। রাজধানী তো বটেই, এমনকি জেলা শহরেও সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মানসম্পন্ন হাসপাতাল ও রোগ নির্ণয় সুবিধা গড়ে উঠছে। কিন্তু তারপরও কিছু একটার যেন অভাব। আর সেটাই ফুটে উঠেছে সোমবার সমকালের 'চিকিৎসক অনুপস্থিত' শীর্ষক বিশেষ আয়োজনে। সমকালের প্রতিবেদকরা জেলা-উপজেলায় ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান করে জেনেছেন, '৬০ শতাংশ চিকিৎসক কর্মস্থলে থাকেন না'। অথচ গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে যে কোনো মূল্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের কর্মস্থলে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশনা রয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের। ওপর থেকে আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে সাময়িক বরখাস্তসহ শাস্তিমূলক পদক্ষেপের ঘটনাও মাঝেমধ্যে শোনা যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, নতুন নিয়োগ পাওয়া চিকিৎসকদের কমপক্ষে তিন বছর উপজেলায় অবস্থান করতে হবে। কেন চিকিৎসকরা ঢাকার বাইরের কর্মস্থলে অনুপস্থিত, এমন প্রশ্নে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের অভিমত- কর্মস্থল যথেষ্ট আকর্ষণীয় নয়। সন্দেহ নেই যে এমন সমস্যা রয়েছে। তবে এটাও মনে রাখা চাই যে, বাংলাদেশের গ্রামেও এখন উন্নয়নের ছোঁয়া অনুভব করা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমাগত ভালো হচ্ছে। বিদ্যুৎ সমস্যা তেমন নেই। বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা রয়েছেন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে। ব্যাংকিং ও ইন্টারনেট সুবিধা সর্বত্র হাতের নাগালে। খাদ্যদ্রব্যসহ সব ধরনের পণ্য মেলে সর্বত্র। এরপরও অপূর্ণতা যা রয়েছে, তার সমাধানে সরকার যেন জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেটাই কাম্য। কর্মস্থল আকর্ষণীয় হলেই কেবল নিজ নিজ পোস্টিংস্থলে সকলে অবস্থান করবেন, এ মনোভাব অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সংগঠন বিএমএকেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ প্রত্যাশিত। তারা নিশ্চয়ই জানে, চাকরির শর্ত পূরণ না করা এবং রোগ-ব্যাধিতে মানুষের পাশে না থাকা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। চিকিৎসা সুবিধা মানুষের অধিকার। সরকারি হাসপাতালে বিশেষভাবে চিকিৎসার জন্য ভিড় জমায় দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত নারী-পুরুষ-শিশু। তারা রাজধানীতে আধুনিক বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিকে চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য রাখে না। সরকারি হাসপাতালই তাদের ভরসা। সেখানে একটু যত্ন চায়, চিকিৎসকদের কাছে নিজের কষ্টের কথা তুলে ধরতে চায়। একটু আন্তরিক ও মধুর ব্যবহারেই তারা ভুলে যায় রোগ-যন্ত্রণা। সমকালের এ ব্যতিক্রমী আয়োজনের বার্তা চিকিৎসকরা উপলব্ধি করবেন, এটাই একান্ত প্রত্যাশা।

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com